JAN 5 — 2001

ত্রিশ বছরেও রাজধানীতে ভাল কোন স্কুল গড়ে ওঠেনি ॥ ভর্তিযুদ্ধ চলছে পুরনো নামী স্কুলেই

ইলিয়াস খান

স্বাধীনতা লাভের ৩০ বছরের মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ভাল মানের কোন স্কুল গড়ে ওঠেনি। ফলে স্বাধীনতা পূর্বকালের নামকরা স্কুলগুলোকে ঘিরেই এখনও চলছে ভর্তি প্রতিযোগিতা। অথচ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে জনসংখ্যা বেড়েছে কমপক্ষে ২০ গুণ। জানা গেছে, ভিকারুননিসা স্কুল এ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫২ সালে, মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

ত্রিশ বছরেও রাজধানীতে

(প্রথম পাতার পর)

বিদ্যালয় ও মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৫৬ সালে, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ (স্কুল শাখা আছে) ১৯৬০ সালে, আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ১৯৬৬ সালে, ধানমণ্ডি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৬৫ সালে, লালমাটিয়া হাইস্কুল ১৯৬২ সালে। এছাড়া উদয়ন বিদ্যালয়, ঢাকা গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুল, ধানমণ্ডি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়— সবই ষাটের দশকের বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে উপরোল্লিখিত সরকারী-বেসরকারী স্কুলগুলোকে ঘিরেই ভর্তিযুদ্ধ চলে। চলতি বছরেও তাই হয়েছে। রাজধানী ঢাকায় স্বাধীনতার সময় লোকসংখ্যা ছিল ৫ থেকে সাড়ে ৫ লাখ। এই ৩০ বছরে তা বেড়ে হয়েছে এক কোটি। কিন্তু এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ভাল স্কুলের সংখ্যা বাড়েনি। রাজধানীতে বর্তমানে সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে ৩৮৪টি স্কুল থাকলেও ভাল স্কুলের সংখ্যা হাতেগোনা। এর মধ্যে কয়েকটি সরকারী, কয়েকটি বেসরকারী। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর বিভিন্ন শ্রেণীতে ১ লাখের বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে ৯০ হাজারই কাঙ্ক্ষিত স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। কারণ রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলে প্রতিবছর প্রায় ৭ হাজার শূন্য আসনে ছাত্র ভর্তি করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই ২৪টির মধ্যে অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য থাকে ৩/৪টি স্কুল। এসব স্কুলে সর্বোচ্চ এক হাজারের মতো আসন রয়েছে। বেসরকারী স্কুলের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ৮/১০টি স্কুল ঘিরেই মূল প্রতিযোগিতা। নগরীর নামী স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকদের মধ্যে রীতিমতো ইঁদুর দৌড় শুরু হয়। কাঙ্ক্ষিত স্কুলের শিক্ষকদের কাছে পড়ানো, বাসায় টিউটর রাখা, রাজনৈতিক- প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে ধর্নাসহ হেন প্রচেষ্টা নেই যা অভিভাবকরা করেন না। অভিভাবকদের এই আকুলতাকে পুঁজি করে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, কর্মচারী, রাজনৈতিক নেতা, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা নানাভাবে টাকা হাতিয়ে নেয়। এমনকি অনেক স্কুলে এক থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত ভর্তির 'দর' ওঠে।

বছরের পর বছর ধরে এই ভর্তিযুদ্ধ চললেও এর সমস্যা সমাধানে সরকারের কার্যকর কোন উদ্যোগ নেই। ইতোপূর্বে সরকার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় কিছু ভাল স্কুল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি।

ভাল স্কুলের সঙ্কট প্রসঙ্গে মতিঝিল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, এই সঙ্কট দূর করতে বর্তমানে যে স্কুলগুলো রয়েছে তার মান উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকেই। লালমাটিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আঃ হাই বলেন, বেসরকারী স্কুলগুলোর উন্নয়নে সরকারী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলেই স্কুলের মান উন্নত হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে বেসরকারী স্কুলের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বলেন, অনেক স্কুলে ভাল বেতন না দিতে পারায় ভাল শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যায় না। এদিকে সরকারের দৃষ্টি দিতে হবে।